প্রথম আলো

তারিখ: 07 OCT 2016
পৃষ্ঠা: 2 কলাম: 6

সৃজনশীল বিষয়ে রোববার শিক্ষাবিদদের নিয়ে সভা ডেকেছে মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে বরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে সভা ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সভা হবে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সৃজনশীল অংশে প্রশ্ন ও নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনের মধ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলেছে, মূলত এ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্যই এই সভা। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষাবিদদের পরামর্শেই পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) কমিয়ে সৃজনশীলে প্রশ্ন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু এ নিয়ে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাই আবার তাঁদের মতামত নেওয়া হবে।

বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একটি প্রশ্নপত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হয়। একটি অংশ সৃজনশীল, আরেকটি অংশ এমসিকিউ। এত দিন ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের নম্বর ছিল ৬০, এমসিকিউ অংশের নম্বর ছিল ৪০। এমসিকিউর জন্য সময় ছিল ৪০ মিনিট।

কিন্তু শিক্ষাবিদেরা পরীক্ষা থেকে এমসিকিউ উঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধাপে ধাপে এমসিকিউ অংশের নম্বর কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম ধাপে আগামী বছরের পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশের ১০ নম্বর কমিয়ে সৃজনশীল অংশে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ, ১০০ নম্বরের মধ্যে সৃজনশীল অংশের নম্বর হবে ৭০। এমসিকিউ অংশের নম্বর হবে ৩০। গত বছরের অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।